রওশন ইজদানী

ফরিয়াদ

ফরিয়াদ

রওশন ইজদানী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
-এর পক্ষে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত কবি মুসলিম সংস্কৃতির ধারা অনুসরণে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে মরহুম কবি রওশন ইজদানী এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর রচিত 'ফরিয়াদ' কাব্যগ্রন্থে কবির মরমী অন্তরের পরিচয় বিধৃত। আজকের দিনে যখন আমরা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন 'ফরিয়াদ'-এর মরমী আত্ম-নিবেদন আমাদের নৈতিক জাগৃতির ব্যাপারে নবতর ভূমিকা পালন করতে পারবে, এ বিশ্বাস রেখেই আমরা এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করছি এবং এ উপলক্ষে কবির বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আবদুল গফুর
পরিচালক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

এ-গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ইংরেজী ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালের রচনা—শেষ দিককার দু'একটি কবিতা ১৯৫৬ সালের।

একটি মোমেন-জীবনের নানা পর্যায়ের অনুক্রমে এর কবিতাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ প্রথমতঃ মানুষ স্বীয় দোষত্রুটিকে স্বীকার করতে চায় না, তাই সে অনুযোগ দেয় স্বীয় প্রতিপালকের বিরুদ্ধে। কিন্তু "আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নমরুদের যুদ্ধ ঘোষণার মত" সে যখন ব্যর্থ হয়, তখন সে তার ভুল বুঝতে পারে ও স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এ সময়ে সে তার স্বভাবকে বিশ্লেষণ করে রিপুগুলিকে সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এবং মন-প্রাণ নিয়োজিত করে আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে। সে তখন নির্ভর ও প্রত্যয়শীল হয় একমাত্র আল্লাহ্‌র মর্জির ওপর। সে সময়ই তার সত্যিকার পরিচয় প্রকাশ পায়। সে জানতে পারে যে, সে মোমেন এবং তার মন্‌জিলে-মকছুদ একমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ।

এই যোগসূত্রকে স্মরণ রেখে কবিতাগুলির বিচার করবার জন্য সুধী পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ জানাই।

বিদ্যাবল্লভ
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩

আরজ-গোজার
রওশন ইজদানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রওশন ইজদানী ঃ তাঁর স্মৃতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

একান্ন সালের কথা। আমি সে-সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর কবিতা লিখছি। কলকাতার কাগজেও পাঠাচ্ছি মাঝে মাঝে। একদিন দেখলাম, আমার পাঠানো একটি সনেট কবিতা ছাপা হয়েছে কলকাতার দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকায়। লাইনো টাইপে, ঝকঝকে অক্ষরে ছাপা এই পত্রিকাটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। সে-সময়ে আমাদের এখানে কোনো পত্রিকাই লাইনো টাইপে ছাপা হতো না, অফসেটে পত্রিকা ছাপা সম্ভবতঃ তখনো শুরু হয়নি। বাংলা লাইনো, লাভলো টাইপ এমনিতেই দেখতে খুব সুন্দর; ছাপা ঝকঝকে আর পরিচ্ছন্ন হলে যে কোনো লেখাই আকর্ষণীয় মনে হয়। কথায় বলে ঃ 'প্রথমে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী।' লেখার ক্ষেত্রেও একথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

উন্নত মান ছাড়াও সুন্দর টাইপ আর চমৎকার মুদ্রণের জন্যে সে সময়ে 'সত্যযুগ' ছিল অনেকের প্রিয় পত্রিকা। আমিও হাতের কাছে পেলে বেশ আগ্রহ নিয়েই 'সত্যযুগ' পত্রিকা পড়তাম। বিশেষ করে আমার সনেট কবিতাটি ছাপা হওয়ার পর 'সত্যযুগ' পড়ার আগ্রহ স্বভাবতঃই আরও বেড়ে যায়। এই পত্রিকার 'রবিবাসরীয় সাহিত্য' বিভাগের আমি ছিলাম নিয়মিত পাঠক। আমাদের এখানকার অনেক লেখকই সেকালে 'সত্যযুগ'-এর সাহিত্য বিভাগে লিখতেন। মনে পড়ে, মরহুম (ডক্টর) মাহফুজুল হকের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ 'সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও ইকবাল সম্পর্কে প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতেন। নজরুল-সাহিত্য বিষয়ে 'সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সে সময়ে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। পরে লক্ষ্য করেছি, আজহার উদ্দিন খানের 'বাংলা সাহিত্যে

www.pathagar.com

নজরুল' গ্রন্থে ডক্টর মাহফুজুল হকের এই প্রবন্ধের অনেক উপাদানই গ্রহণ করা হয়েছে।

'সত্যযুগ' পত্রিকায় সে সময় যাঁরা প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতেন, মরহুম কবি রওশন ইজদানী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। রওশন ইজদানীর কবিতা ও গান বিভিন্ন পত্রিকায় আগেই পড়েছিলাম, 'সত্যযুগ' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রথম পড়লাম। যতদূর মনে পড়ে, এই পত্রিকায় তিনি আমাদের লোক-সাহিত্য বিষয়ে পরপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। সম্ভবতঃ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত তাঁর 'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে সে-সব প্রবন্ধের কিছু কিছু স্থান পেয়ে থাকবে। শৈশব থেকেই আমার লোক-সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ। সে কারণে কিনা জানি না, 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত কবি রওশন ইজদানীর এই প্রবন্ধগুলো, আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে। তাঁর লেখাগুলো পড়ে আমি তাঁর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে খুবই আগ্রহবোধ করি এবং তিনি কোথায় থাকেন তা জানার জন্যে উদগ্রীব হই।

সহপাঠী বন্ধু কথাশিল্পী আবদুল গাফফার চৌধুরীর কাছে শুনলাম, কবি রওশন ইজদানী 'দৈনিক আজাদ' অফিসে সংশোধনী বিভাগে কাজ করেন; থাকেন লালবাগে। 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় তখন আমার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, এই দুই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক কবি আহসান হাবীবের সাথেও কিছুটা পরিচিত হয়েছি। মাঝে মাঝেই 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী'তে কবিতা দিতে যাই। কিন্তু কবি রওশন ইজদানীর সাথে কখনো দেখা হয় না। আহ্সান হাবীব সাহেবের মুখেই শুনলাম, রওশন ইজদানী সাহেব বিকেলে ডিউটিতে আসেন, সন্ধ্যার পর এলে তাঁর সাথে দেখা হতে পারে। তাঁর কথামত একদিন সন্ধ্যার পর 'আজাদ' অফিসে গেলাম। জনৈক সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবি রওশন ইজদানী কোথায় বসেন ?' তিনি সংশোধনী বিভাগ দেখিয়ে দিলেন। বললেন : 'ওই যে শ্যামলা রঙের মাঝারি ধরনের লোকটি বসে আছেন,

www.pathagar.com

তিনিই কবি রওশন ইজদানী।' টেবিলের দু'পাশে কয়েকজন লোক বসে প্রুফ দেখার কাজে নিবিষ্ট। আমি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর রওশন ইজদানী সাহেব মুখ তুলে তাকালেন, আমাকে দেখে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন : 'কাকে চাই ?' আমি বললাম, 'আপনার সাথে কথা বলার জন্যেই এসেছি। আমার নাম………'। আমার নাম শুনে রওশন ইজদানী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, মৃদু হেসে বললেন : 'আরে আপনি ! আপনার কবিতা তো প্রায়ই পড়ি'। এই বলে তিনি করমর্দন করলেন। বললেন : 'একটু দাঁড়ান, আমি হাতের কাজটা সেরে নিই, তারপর আলাপ করা যাবে'। দেখলাম, রওশন ইজদানী সাহেব কথা বলেন খুব নরম গলায়, ধীরে সুস্থে। কোন ব্যাপারেই তাঁর তেমন তাড়াহুড়া নেই। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রওশন ইজদানী সাহেব হাতের কাজটা সেরে নিলেন। সহকর্মীদের ধীর কণ্ঠে বললেন : 'আমি একটু বাইরে থেকে আসি, এই তরুণ-বন্ধুর সাথে কিছু আলাপ আছে।' আমরা দু'জন 'আজাদ' অফিসের বাইরে পুকুরের পাড়ের একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। রওশন ইজদানী সাহেবই চা-নাশতার অর্ডার দিলেন। চা খেতে-খেতে আমি বললাম, 'আপনার কবিতা ও গান 'মোহাম্মদী' 'মাহেনও' 'দিলরুবা' 'সৈনিক' ইত্যাদি পত্রিকায় আগেই পড়েছি। আপনি যে প্রবন্ধ লেখেন, সেকথা জানতাম না। 'সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত আপনার কয়েকটি প্রবন্ধ আমার খুবই ভালো লেগেছে। প্রবন্ধগুলো পড়েই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম'। রওশন ইজদানী সাহেব খুবই খুশী হলেন; বললেন, 'এখন তো হাতে সময় নেই। একদিন সময় করে আমার লালবাগের মেসে আসুন। আমাদের লোক-সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করা যাবে।'

সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পথ চলতে চলতে ভাবলাম, কবি রওশন ইজদানী সত্যি একজন সহজ সরল নিরহংকার মানুষ। আমাদের লোক-সাহিত্যের মতোই অকৃত্রিম আর মমতা-ভরা তাঁর মন। এই অকৃত্রিম আর মমতাভরা মনের আরও পরিচয় পেলাম একদিন পর তাঁর লালবাগের মেসে গিয়ে। দেখলাম, তিনি

www.pathagar.com

আমার জন্যে প্রচুর চা-নাশতার আয়োজন করেছেন। আমি একটু অবাক হলাম, বললাম: 'আপনি মেসে থাকেন, এত নাশতার কি প্রয়োজন ছিল? শুধু চা খেতে-খেতেই তো আলাপ করতে পারতাম'। রওশন ইজদানী সাহেব বললেন: 'আপনি আমার স্নেহভাজন অনুজ-প্রতিম। প্রথম আমার মেসে এসেছেন। আপনার জন্যে এর বেশী আর কিছুই করতে পারলাম না।' এই বলে তিনি আমার প্লেটে নানা রকম নাশতা তুলে দিতে লাগলেন। মনে পড়ে, সেদিন রাতে আমরা লোক-সাহিত্য সম্পর্কে বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। রওশন ইজদানী সাহেব ছিলেন লোক-কবিদের অকৃত্রিম ভক্ত। গ্রামীন ভাষায়, আঞ্চলিক বুলিতে (ডায়ালেক্টে) তিনি ছিলেন গান ও কবিতা লেখার পক্ষপাতী। শেখ জালাল উদ্দিন ও ময়মনসিংহের অন্য লোক-কবিদের রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন,'গ্রামের মানুষের জীবনের কথা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা লিখতে গেলে তাদের মুখের ভাষায়ই লিখতে হবে, এই ভাষা বা আঞ্চলিক বুলিকে গেঁয়ো কিংবা গ্রামীন বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।' রওশন ইজদানী সাহেব প্রশ্ন করেছিলেন,—কবি জসীমউদ্‌দীনকে লোকে পল্লীকবি বলেন, কিন্তু তিনি কি পল্লীকবি? তাঁর কবিতার ভাষা কি গ্রামদেশের মানুষের মুখের ভাষা?' রওশন ইজদানী সাহেবের মুখেই প্রথম শুনেছিলাম, কবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর অনেক গানে লোক-কবিদের রচনাংশ ব্যবহার করেছেন। যতদূর মনে পড়ে, এ বিষয়ে তিনি 'সাপ্তাহিক সৈনিক' পত্রিকায় একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। জসীম উদ্‌দীনের 'পদ্মাপার' বইয়ের অনেক গানে এই ব্যবহারের স্বীকৃতি রয়েছে।

রওশন ইজদানী সাহেব সে-রাতে অনেকগুলো কবিতা এবং দুয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়েছিলেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, তাঁর কবিতা-গানের ভাষা জসীমউদ্‌দীনের কবিতা-গানের ভাষার চেয়ে বেশ স্বতন্ত্র, গ্রাম-গঞ্জের মানুষের মুখের বুলির একেবারে কাছাকাছি। পরে তাঁর 'বন্দের বাঁশী' এবং কাহিনী-কাব্য 'চিনু বিবি' পড়ে দেখেছি। তাতেও এই স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর। লোক-

www.pathagar.com

সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারায় কবিতা-গান রচনা করলেও রওশন ইজদানী জসীমউদ্‌দীনের অনুসারী কিংবা তাঁর ধারায় তেমন প্রভাবিত ছিলেন না। আদর্শ এবং ঐতিহ্যবোধের দিক থেকেও দু'জনের মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। রওশন ইজদানী ছিলেন ইসলামী আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং মুসলিম ঐতিহ্যের অনুরাগী। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, আচার-আচরণেও এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যেতো। কবিতার ভাষা এবং রচনারীতির ভিন্নতা সত্ত্বেও কবি ফররুখ আহমদের সাথেই ছিল তাঁর আদর্শগত মিল। দু'জনের মধ্যে হৃদ্যতাও ছিল বেশ গভীর।

রেডিও অফিসে গেলে প্রায়ই ফররুখ আহমদ ও রওশন ইজদানীকে এক সঙ্গে দেখা যেতো। রেডিও অফিস ছিল তখন নাজিমউদ্দীন রোডে, বর্তমানে যেখানে শেখ বোরহান উদ্দীন কলেজ—সেই ভবনে। রেডিও অফিসের সামনের একটি রেস্টুরেন্টে ফররুখ আহমদ প্রায়ই বসতেন, সেখানে শিল্পী-সাহিত্যিকদের আড্ডা জমতো। নবীন-প্রবীণ অনেক শিল্পী-সাহিত্যিককেই দেখা যেতো সেই আড্ডায়। ঘন্টার পর ঘন্টা চলতো সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, গল্পগুজব, চলতো চা-নাশতার পালা। ফররুখ আহমদ নিজে প্রচুর চা ও পান খেতেন, অন্যদেরও খাওয়াতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারেই বেহিসাবি, দিল-দরিয়া।

আজিজিয়া রেস্টুরেন্টের এই আড্ডায় রওশন ইজদানী মাঝে-মাঝেই আসতেন, ফররুখ আহমদের সাথে সাহিত্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। দু'জনেই ছিলেন পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্যের নবরূপায়ণের পক্ষপাতী, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। ময়মনসিংহ-গীতিকা, পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা-র কাহিনী, ভাষা-বাকপ্রতিমা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প কিভাবে কবিতায় নতুনভাবে ব্যবহার করা যায়, লোক-ঐতিহ্যকে কাজে লাগানো চলে, বর্তমান কাল ও আধুনিক জীবনের পটভূমিকায়,—এসবই ছিল তাঁদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। ফররুখ আহমদ নিজে পুঁথি-সাহিত্যের বিষয় ও

www.pathagar.com

ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, অন্যকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। যতদূর মনে পড়ে, ফররুখ আহমদের অনুপ্রেরণায়ই রওশন ইজদানী পুঁথি-কাব্য ও লোক-কাহিনীর ঐতিহ্যের ধারা, আঙ্গিক ও রীতি-ভঙ্গীতে মহানবীর জীবনীভিত্তিক আখ্যানকাব্য 'খাতামুন নবীঈন' লিখতে শুরু করেন। এই সুবৃহৎ কাহিনী-কাব্য ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয় এবং পাঠক ও সুধীমহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তীকালে এই কাহিনী-কাব্যের জন্যে রওশন ইজদানী 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন।

প্রায় সতেরো বছর আগে রওশন ইজদানীর কবিতা ও কাব্য বিষয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম,'জসীম উদ্‌দীন কাহিনী-কাব্যের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন, রওশন ইজদানীর রচনাতেও এই একই ঐতিহ্যের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এরা খণ্ড কবিতায়ও গ্রামীন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। লোককাব্যের আঙ্গিকে রওশন ইজদানী ইসলামী জীবনাদর্শ এবং মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কাহিনীও রূপায়িত করেছেন। লোকভাষায় গ্রামীন প্রেম-কাহিনীও রূপ পেয়েছে তাঁর অনেক রচনায়; ভাষা-রীতির দিক থেকে জসীম উদ্‌দীন ও রওশন ইজদানীর মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় সেটি প্রধানতঃ যুগচেতনার। জসীম উদ্‌দীনের রচনারীতিতে এই যুগচেতনার চিহ্ন অধিকতর স্পষ্ট। রওশন ইজদানীর রচনায় লক্ষণীয়, আটপৌরে গ্রামীন শব্দের ব্যবহার। তিনি লোক-কাব্যের বাকরীতিকে আধুনিক জীবন-সমস্যার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেননি। বলা যায়, এ ব্যাপারে তাঁর তেমন সচেতনতা ছিল না।'

আমার একটি প্রবন্ধে তাঁর সম্পর্কে এই আলোচনা ও মন্তব্য পড়ে রওশন ইজদানী একদিন নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমার বাসায় আসেন এবং পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য বিষয়ে বহুক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি ছিলেন মৃদুভাষী অমায়িক প্রকৃতির লোক। কোন বিষয়ে মতান্তর হলেও এ কারণেই তাঁর সাথে মনান্তর হতো না। কলকাতা-কেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্যের ভাষাকে তিনি আমাদের

www.pathagar.com

ভাষা বলে স্বীকার করতেন না; তিনি বলতেন, শতকরা আশিজন মানুষ যে ভাষা বোঝে না, বলে না—সে ভাষা আমাদের ভাষা হতে পারে না। আমাদের সাহিত্যের ভাষার উৎস হবে জনজীবন, ঐতিহ্য হবে পুঁথি-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য। তাঁর বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণারই প্রতিফলন রয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। রওশন ইজদানী লোক-ঐতিহ্যের ধারায় এবং ভাষায়ই খণ্ড-কবিতা ও আখ্যান কাব্য লিখেছেন।

রওশন ইজদানী এক সময় 'আজাদ' ছেড়ে ফ্রাংকলিন অফিসে চাকুরি নেন। 'আজাদ'-এ থাকতে তাঁর সাথে প্রায়ই দেখা হতো, দেখা হতো রেডিও অফিসের সামনের রেস্টুরেন্টেও। কিন্তু ফ্রাংকলিনে যাওয়ার পর তাঁর সাথে আর তেমন দেখা হতো না। প্রায়ই শুনতাম, তিনি নানা অসুখ-বিসুখে ভুগছেন। কখনো কোথাও দেখা হলে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কথা বলতেন,বলতেন শরীর ভেঙ্গে যাওয়ার কথা। তাঁর অসুস্থতার কথা শুনে তাঁকে একবার দেখতে গিয়েছিলাম সিদ্দিক বাজারের মেসে। তিনি তখন মওলানা মুহিউদ্দীন খানের সাথে সিদ্দিক বাজারে থাকতেন। এরা দু'জনই একই এলাকার বাশিন্দা, এবং এদের মধ্যে ছিল গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক। রওশন ইজদানীকে সেদিন দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর মধ্যে কোনো কঠিন ব্যাধি বাসা বেঁধেছে; কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি যে, এই কালান্তক ব্যাধির নাম ক্যান্সার।

রওশন ইজদানী দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করছিলেন, সংগ্রাম করছিলেন রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধেও। সম্ভবতঃ মওলানা মুহিউদ্দীন খানের মুখেই একদিন শুনলাম, রওশন ইজদানী শারীরিক অসুস্থ-তার কারণে ফ্রাংকলিনের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ময়মনসিংহের বিদ্যাবল্লভে গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছেন। দীর্ঘদিন তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানতাম না; শুধু এটুকুই জানতাম যে, তিনি গ্রামের বাড়ীতে অসুস্থ এবং দারুণ অর্থকষ্টে পীড়িত, টাকার অভাবে তাঁর সুচিকিৎসা হচ্ছে না। সরকারের কাছ থেকে যে সামান্য ভাতা পান তা সংসার-মরুতে বারিবিন্দুর মতো। একদিন কবি ফররুখ আহমদের মুখে

www.pathagar.com

শুনলাম, রওশন ইজদানী ক্যান্সারে আক্রান্ত, চিকিৎসার জন্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। এই সংবাদে মন বিষন্ন হয়ে গেলো। ভাবলাম, হায়, এই কালান্তক ব্যাধি থেকে তিনি কি রক্ষা পাবেন!

ফররুখ আহমদ ও আমি এক বিকেলে মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্সার ওয়ার্ডে রওশন ইজদানীকে দেখতে গেলাম। এর আগে কোন ক্যান্সার রোগীকে দেখিনি। তাই ধারণা ছিল না, এই রোগ কি ভয়াবহ আর যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। শুনেছিলাম, রওশন ইজদানী জিহ্বার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। কিন্তু তাঁর জিহ্বা আর মুখের অবস্থা দেখে বেশীক্ষণ তাকাতে পারলাম না। দেখলাম, জিহ্বা ফুলে মুখের অভ্যন্তর সম্পূর্ণ ভরে গেছে; সারা মুখমণ্ডল হয়েছে বীভৎস। মুখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। তিনি কথা বলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছু অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া আর কিছুই ধ্বনিত হচ্ছে না। রওশন ইজদানীর যন্ত্রণা-কাতর মুখ আমাদেরও যন্ত্রণাবিদ্ধ করে তুললো। তাঁর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে রইলাম, তাঁকে সান্ত্বনা জানানোর কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না। আল্লাহর দরবারে নীরব প্রার্থনা জানালাম তাঁর রোগমুক্তির জন্যে। আর মনে মনে কামনা করলাম, এমন কঠিন ব্যাধি যেন আল্লাহ কাউকেই না দেন।

তার বেশ কিছুকাল পরের কথা। সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সাল। আমি তখন এক সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ করছি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা সফর করে আমরা এসে পেঁৗছেছি ইসলামাবাদ। সেখানকার 'ইস্ট পাকিস্তান হাউসে' আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পনেরো-বিশ দিন ধরে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা সফরে রয়েছি বলে কোনো বাংলা সংবাদপত্র দেখার ও পড়ার সুযোগ হয় নি। তাই, ইসলামাবাদে এসেই বাংলা সংবাদপত্র খুঁজতে লাগলাম। 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'-এর রিডিং রুমে অবশেষে কয়েক

www.pathagar.com

কপি 'দৈনিক পাকিস্তান' পাওয়া গেল। পত্রিকাগুলো আমি দারুণ আগ্রহ নিয়ে পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে দৃষ্টি থেমে গেলে দেখলাম, বেশ মোটা হরফে লেখা রয়েছে: 'পল্লীকবি রওশন ইজদানীর ইন্তেকাল'।

বজ্রাহতের মতো নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম খবরটির দিকে। কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না। সুদূর ইসলামাবাদে বসে একাকী বিমূঢ় হয়ে রইলাম বহুক্ষণ। চোখের সামনে ভাসতে লাগলো কবি রওশন ইজদানীর মুখ, ক্যান্সার ওয়ার্ডে দেখা তাঁর যন্ত্রণাকাতর ছবি। আমার চোখের পানিতে কখন খবরের কাগজের পাতা ভিজে গেছে, টেরও পাইনি।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ফরিয়াদ ১৭ মোনাজাত ২৫
অনুশোচনা ৩৭
স্বভাব ৪৩ বন্দেগী ৪৯
নির্ভর ৫৫
পরিচয় ৬৩ মকসুদ ৬৯

www.pathagar.com

ফরিয়াদ

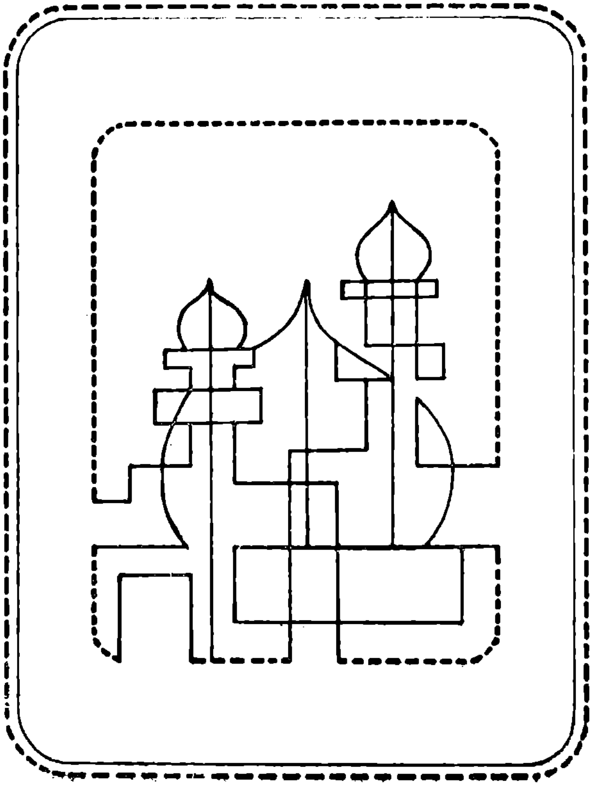

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমি মু'মিন করছি একীন
আমার লিপি-তক্দিরে
বদ কী হবে তোমার কলম
মিছামিছি তদ্বিরে ?
যায় না জানা তাইতো যত
ধাপ্পা যে দেয় খাপ্পা জন
তোমার হাতেই গোপন ডুরি
করছো গোপন নিয়ন্ত্রণ।

www.pathagar.com

ফরিয়াদ

তোমার গড়া গ্রামোফোন-এ
যেমন তুমি চাও,
ললিত-বেহাগ-ভৈরবী কি
যাই খুশী তাই গাও।
আমি শুধু তোমার বীণার তার
যেমনি বাজাও তেমনি দেই ঝংকার।
বাজলে বেসুরে বীণার কি সে দোষ ?
বীণার পরেই ঢাল্‌বে তবু রোষ ?

www.pathagar.com

ছওয়াল করে যে দরজায়
পায় না ছায়েল ভিখ্‌
কেমন করে বলব,—দাতা
এই দ্বারের মালিক ?

তোমার বাণী : পূর্ণ তুমি,
কিছুর অভাব নাই ;
মোর চাওয়া ধন সেথায় যদি
চেয়েও নাহি পাই
বল্‌ব নাকি : কৃপণ তুমি—
বল্‌লে হবে দোষ ?
ঢাল্‌বে কেবল অণুর পরে
তোমার সকল রোষ ?

www.pathagar.com

রাখছ অনল সামনে জেলে
বল্‌ছ আবার পতঙ্গরেঃ
ঝম্প দিস্‌ না এই অনলে
মরবি পুড়ে বেকুফ ওরে।
চোরকে বলো করতে চুরি—
গৃহস্থে কও—সজাগ থাক্‌;
বল্‌লে খারাপ সবই শোনো,
ডাক্‌লে বলো—হয় না ডাক।
এমন কঠোর পরীক্ষা তোর
তুই না দিলে শক্তি-বল,
করলে যারে ভেশ্‌তে জয়ী
ধরায় যাবেই রসাতল॥

www.pathagar.com

আমি যদি পাপ না করি
থাক্‌বে কি তোর দয়াল নাম ?
থাক্‌বে কি তোর মনিবগিরি
না রয় যদি এই গোলাম ?
বান্দা যদি পাপ না করে—
হাত না পাতে তোর দোরে
তুই "গাফুরুর রহীম" বলে
বল্‌বে কি সে আর তোরে ?

www.pathagar.com

আমার পাপের বোঝা অনেক বড়—অনেক বৃহত্তম
কিন্তু প্রভো তোমার দয়ার দ্বার—ছোট্ট কি একদম ?
আমি পাপী; পাপের ভরা নদী—অনেক গলিজ স্রোতে
তোর করুণার অসীম পাথার পাক, নাশ কী হবে ওতে ?
মুই ভিখারী দীনের চেয়ে দীন—সকল দ্বারের ফেরা
তেমনি তুমি ধনীর চেয়ে ধনী—শাহের শাহ সেরা।
লক্ষ টাকা বিলাক দাতার বীর—লক্ষে বলুক দাতা,
কড়ার ফকির ফিরলে দ্বারে সে কি—ঢাকবে তোমার "খাতা"।

www.pathagar.com

মোনাজাত

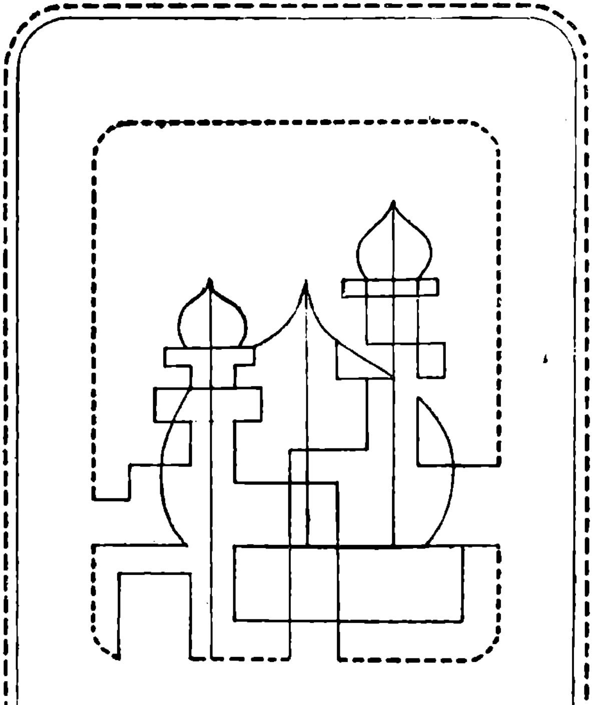

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাদশারে যে ফকির বানায়—
ফকিরকে দেয় বাদশাহী,
আমি আমার সকল চাওয়া
তাঁর সকাশে যাই চাহি।
দেওয়ার মালিক তুমি একক—
যেমন খুশী দিয়েই যাও,
তোমার "রহম নজর" খুলে
বারেক তুমি আমায় চাও।।

www.pathagar.com

ফরিয়াদ শোনো হে ফরিয়াদ
শোন্‌নেওয়ালা,
তুই বিনে নাই দুছরা মাবুদ
উপরওয়ালা।।

তুই বিনে আর কে দুয়ারে
ঠাঁই দিবে এই অভাগারে,
তুই বিনে আর কে আছে মাফ
করনেওয়ালা।।

তুচ্ছ কড়ার ভিখারী আমি
তুই শাহানশা—জগৎস্বামী;
আমি ছায়েল—তুই হে মালিক
দেনেওয়ালা।।

তুই বারিধি, আমি নদী
আমি দীন—তুই দরদী,
তুই "রহমান" কর্‌-হে রহম
রহমওয়ালা।।

www.pathagar.com

কবুল কর হে পরোয়ার আমার মোনাজাত
তুই বিনে কার দয়ার দ্বারে না যেন্ পাতি হাত।
তুই বিনে কার দরবারে যেন্ না নোওয়াই এ শির
তুই বিনে আর কারে না যেন্ ডরাই পৃথিবীর !
তুই বিনে আর কার না যেনো ভরসা করি আমি
তুই বিনে আর কারে না যেন্ মানি মাবুদ স্বামী।
তুই বিনে আর কার না যেনো শক্তি সহায় যাচি
তুই বিনে আর কার নামেতে না যেন্ মরি বাঁচি।।

www.pathagar.com

জীবনে চাহি না কভু পুণ্যের সঞ্চয়
পুণ্য তব প্রিয়জনে দাও সমুদয়;
আমি চাই—আমি পাপী, পাপে দেহ ক্ষমা,
করিয়াছি নিশিদিন বহু পাপ জমা;
বাড়ায়েছি দিনে দিনে শুধু গুরুভার
বহিতে পারি না প্রভো এই বোঝা আর।
আমি চাই শুধু প্রভো এ ভার নামাও
একবার সোজা হয়ে দাঁড়াইতে দাও—
একবার শঙ্কাহীন মুক্ত প্রাণে ডাকি ঃ
একবার মুক্ত কর পিঞ্জরের পাখী।

www.pathagar.com

সেই শক্তি চাই আমি, সেই শক্তি চাই
যে শক্তি-মুষ্ঠিতে বন্ধ বিশ্ব-দুনিয়াই,
যে শক্তি-কুয়তে বাঁধা নিসর্গ সুন্দর
যে শক্তি পরশে করে নশ্বরে অমর ঃ
দৃশ্যমান সারা বিশ্ব লিখে দেয় খৎ।
যার ইচ্ছা সাধি চলে চলিষ্ণু জগৎ।
আমি চাই তব শক্তি ওগো শক্তিধর
তব শক্তি কণামাত্র নিখিল সুন্দর—
নিখিলেরে করে শক্তিমান ঃ
তোমার প্রদত্ত শক্তি অনন্ত কল্যাণ।

www.pathagar.com

ফরিয়াদ

মুক্ত করে দাও রুদ্ধ সেই বিশ্বদ্বার
হারিয়েছে সৃষ্টি যথা সত্তা আপনার—
ধূলিম্লান পৃথিবীর পায়ে চলা পথ,
মানুষের চাক্ষুষ জগৎ—
নিভে গেছে দিবসের সূর্যকর দ্যুতি,
মিটে গেছে জীবনের সংগ্রাম-প্রস্তুতি
মুক্ত সেথা ব্যাপ্তি ভরা অসীমের বিরাট প্রকাশ,
অনন্ত প্রজ্ঞার জ্যোতি ভরা শান্ত আকাশ-বাতাস।
একবার আমারে দেখাও :
খুলে দাও
এই প্রজ্ঞা-রহস্যের দ্বার—
অনন্ত কল্যাণ আর জীবন অপার।।

www.pathagar.com

তোমার দয়ার অসীম পাথার
আমার আশার জীর্ণ তরী
চাই তোমারি করুণা-কণা
একটু কণা ভিক্ষা করি।
তোমারে যে ডাকবো দয়াল
দাও আমারে ডাকার বল,
কাঁদবো যে হায় তোমার তরে
দাও আমারে আঁখির জল।।

www.pathagar.com

ফরিয়াদ

চাই না যা তাই অনেক কিছু দিছ
দেই না যা তাই—অনেক কিছু নিছ।
নিবার যত সকল কেড়ে নাও
দিবার যত ইচ্ছামাফিক দাও।
কেবল আমার এই মিনতি রাখো :
বারেক শুধু নাম ধরিয়া ডাকো।।

www.pathagar.com

ভুখ্‌তে থাকুক শ্বাপদগুলি আমার পাছে পাছে
আমারে দাও শক্তি প্রভো,—শক্তি তোমার আছে।
ওরা যত গাইতে পারে গাইতে থাকুক গান
ওদের তরে আমার দু'টি বন্ধ কর কান।
ওরা যত ডাকতে পারে ডাকুক পিছে ডাক—
ওদের তরে আমার প্রভু, বন্ধ কর বাক্‌।
ওরা যত রুখ্‌তে পারে রুখুক আমার পথ,
সকল বাধা দল্‌তে প্রভো, আমায় দাও কুয়ৎ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুশোচনা

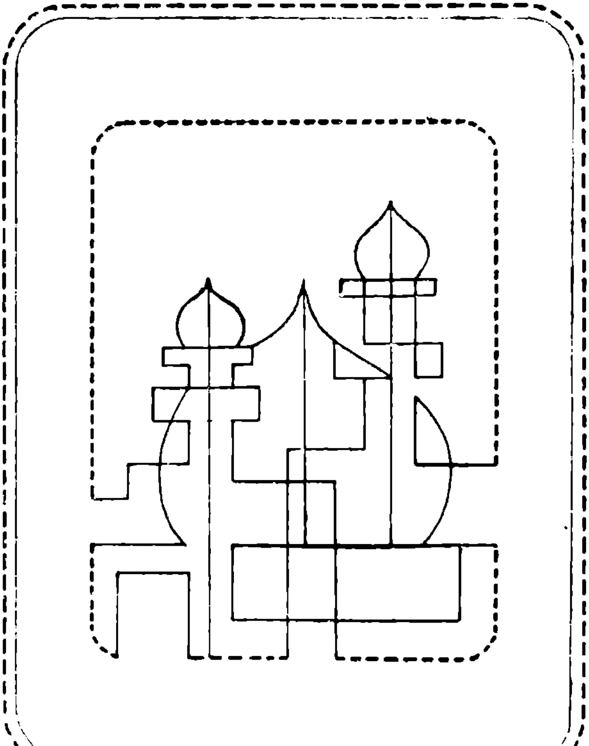

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎপীড়ন করিয়াছি আত্মারে আমার;
অপমানে জর্জরিত করিয়াছি তার
সমুন্নত শির ঃ
করিয়াছি অপমান তোমার সৃষ্টির।
নাশিয়াছি পবিত্রতা পবিত্র দুগ্ধের
ঢালিয়াছি সুরাসার পাত্রে অমিয়ের
আমি মহাপাপী,
তোর মাল তোরে দেই, কম করে মাপি।

যারা আত্ম-অত্যাচারী—আমি অন্যতম
কার বাড়া নহি আমি এক রত্তি কম।
নিজ করে এ বদনে মাখিয়াছি ছাই
দাঁড়াব সকাশে তোর—কেমনে দাঁড়াই!

যাহা খুশী কর মোরে নাহি দুখ শোক,
কণামাত্র ইচ্ছা তোর তবু পূর্ণ হোক।

www.pathagar.com

যতই জানা জানছি নতুন
ঠেক্‌ছি ততই নতুন দায়,
যতই পথে চল্‌ছি ততই
নতুন কাঁটা ফুটছে পায়।
যতই কথা বলছি ততই
বলছি শুধু বিষম ভুল
যতই দেখা দেখছি নতুন
বিঁধছে বুকে ততই হুল।
বাড়ছে বোঝা দিনের দিনই—
আস্‌ছে নুয়ে পৃষ্ঠদেশ
চলছি যতই চলার পথে
হয় না তো আর পথের শেষ।

www.pathagar.com

অনুশোচনা

আমিই ভুলিয়া গেছি প্রতিশ্রুতি মোর
সাধু বেশে সাজিয়াছি মস্ত বড় চোর।
ভুলেছি তোমার বাণী, ভুলেছি তোমারে
ভুলিয়াছি ভুলে প্রভু আমি আপনারে—
হইয়াছি লেজ কাটা নাম গোত্রহীন;
মানস দর্পণ মম কালিতে মলিন
পড়ে না-কো আর সেথা প্রতিবিম্ব ঠিক,
মায়ার তিমিরে ঘেরা মোর দশদিক।

www.pathagar.com

রাত নিশুতি—পান্থশালায় এসে নিলাম ঠাঁই
চাইয়া দেখি সব বিদেশী—আপন কেহ নাই।
ক্লান্ত দেহ পড়লো ঢলে অলস ঘুমের ঘোরে,
জেগে দেখি সকাল বেলা সকল নিছে চোরে;
চোখের জলের বানে তখন আমার বদন ভাসে—
রাতের সাথী-সংগীরা সব মুখ টিপিয়া হাসে।

রিক্ত হাতে চলছি এখন—বিভুই বেবান দেশ,
কারে শুধাই কোথায় যাব—কোথায় পথের শেষ।

www.pathagar.com

স্বভাব

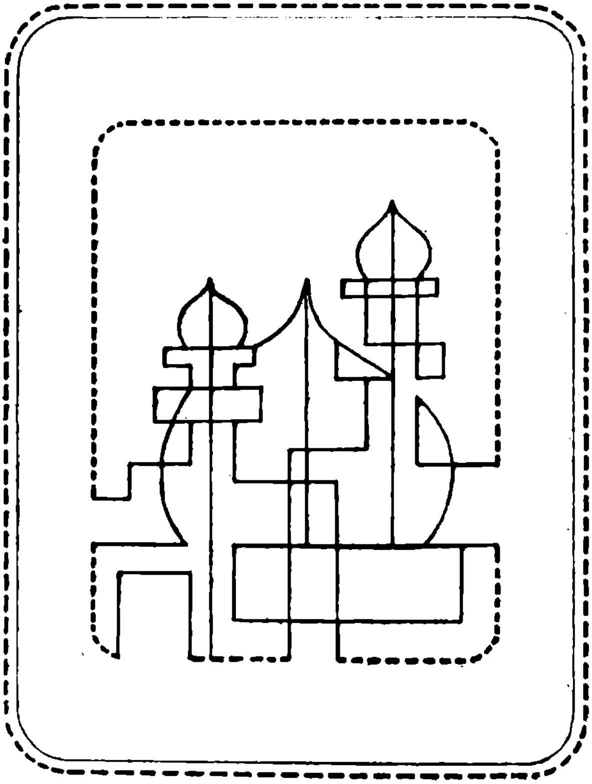

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বভাব

মাটির স্বভাব নম্র বটে
মিজাজ তাহার বেশ নরম
উদ্ধত এক অগ্নিশিখা
সব সময়ই রয় গরম।
বিন-হাওয়াতে মরণ তাহার—
পেলেও বাড়ে আর দাহন,
রক্ষা শুধু একটু পানি
ঠাণ্ডা রাখে একটু ক্ষণ
আগুন মাটি হাওয়া পানির
এই যে মিল আর অমিলে,
চলছে ঘানি জিন্দেগানীর
চলছে পেষণ তিল-তিলে।।

www.pathagar.com

অবাধ্য মোর কুকুরটা যে দংশে শুধু পরের পায়,
মুগুর বিনে হয় না সোজা—সাম্‌লে রাখা বিষম দায়।
এই বেহায়া শূকরটাকেও পড়ছি নিয়ে মুশকিলে
যতই খাওয়াই ততই সে খায়—খায় না বরং কম দিলে।
সঙ্গী আরেক ছদ্মবেশী দেখতে নেহাৎ সুবোধ লোক
স্বভাব তাহার জাত-খবিসের বদ কাজে তার আসল রোখ্‌।
কুকুর এবং শূকরটাকে নিয়েই তাহার চল্‌ছে খেল্‌,
ঠেকছি আমি ঘোর বিপাকে মরতে ভুগে পরাণ গেল্‌।।

www.pathagar.com

সোনার সাথে তামা দিয়া
ভাঁজ দিয়েছে স্বর্ণকার
কষ্ পাথরের ঘর্ষণেতে
দিবেই ধরা স্বরূপ তার।
তাতেই যদি চায় কেউ এখন
আদৎ সোনার খাঁটি রূপ
সে দোষ হলো স্বর্ণকারের
আর যে চাহে সে বেকুফ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বন্দেগী

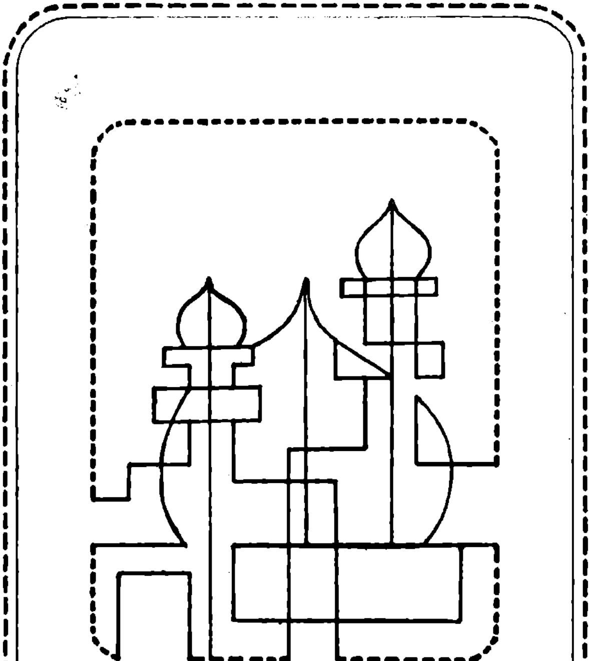

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাবান এবং গরম জলে
করে দেহের ময়লা সাফ,
আল্লাহ্ নামের জিকিরে করে
ছাফা মনের কালি-পাপ।
বুলন্দ হয় কাল্‌ব্-নছিব—
খুদী চরম সমুন্নত,
আত্মা বহে বিশ্ব-জগত
যেমন কিনা খাদেম মত।

www.pathagar.com

দেহের খোরাক খানাপিনা
মনের খোরাক এবাদৎ,
মনকে ফাঁকা রাখ্‌লে সে তাই
পায়-সে পশুর খাছালৎ।
লাগলে সুবাস নাসার পথে
হয় তাতে খোশ হৃদয়-মন,
কালবে হেন জিকির জারী
তৃপ্ত করে পরমজন।

www.pathagar.com

জিন্দেগী তোর কৃষি জমি
বন্দেগী লাঙল
করলে আবাদ ফল্‌বে সোনা—
পাইবে শ্রমের ফল।
জিন্দেগী এক অস্ত্র ভোঁতা
বন্দেগী তার "শান"
জিন্দেগী এক অমানিশি—
বন্দেগী তার চান্‌।

www.pathagar.com

হলে সময় হে শাহান্‌শা—
নামাও তোমার শিরের তাজ,
নোওয়াও এ শির সামনে কাবা
বিশ্বজোড়া জায়নামাজ।
নামাজ তোমার পাক ঈমানের
অঙ্গ জোড়া আচ্ছাদন
তোমার বাহার বাড়বে তত
যেমন তুমি নাও যতন॥

www.pathagar.com

নির্ভর

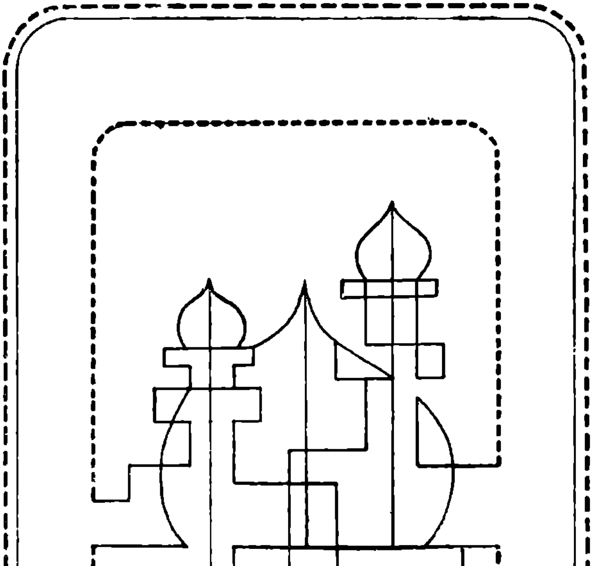

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বান্দা কভু করতে পারে
　　　　এমন কোন পাপ ?
তোর "গাফুরুর রহিম" নামে
　　　　হয় না যাহা মাফ ?
তবে কেন তোর দুয়ারে
　　　　নিরাশ হবো আমি ?
মুই না-ফরমান যত্ত-বড়ই
　　　　তুই তো দয়াল স্বামী !

www.pathagar.com

ফরিয়াদ

অনেক দ্বারীই দাঁড়ায় এসে
এই দুয়ারের পাশে,
অনেক ছায়েল ছওয়াল করে
অনেক কিছুর আশে।
তেমনি বিরাট এই দরজা
সবারি হয় ঠাঁই :
সব-পাওয়া-যায় এই দুয়ারে
কিছুর অভাব নাই।
তবে কেন এই দুয়ারে
নিরাশ হবো আমি ?
হই না আমি পাপীর সেরা-ই
তুই-তো "দয়াল" নামী !

www.pathagar.com

নির্ভর

পাপের বোঝা অনেক বড়—
হয়তো বিরাট হিমাচল,
কিন্তু তোমার "দয়ার সাগর"
ডুবলে কি কেউ পাবে তল ?
সেই নহুহা ডুব্‌লো যখন
এই পাথারের গভীর বুকে,
থাকতে গাফুরুর রহিম নাম
নিরাশ হবো কোন্‌ সে দুঃখে ?

www.pathagar.com

ফরিয়াদ

খুলবে নাকি পাপীর তরে
তোমার দয়ার দ্বার ?
সবার ডাকই শুনবে তুমি—
শুনবে না আমার ?
তবে তুমি তাই বলে দাও
ওগো নিখিল স্বামী,
এ-দ্বার হতেও ফিরব যদি
কোথায় দাঁড়াই আমি ?

www.pathagar.com

কাফের ছিল লাখে লাখে
"রছুল" ছিলেন একটি জন,
তোমার ঘরে চল্‌তো পূজা—
বুতপরস্তি সর্বক্ষণ।
আস্‌লো যখন তোমার বিজয়
শূন্য হল লাখের লাখ
মূর্তি সকল চুরিয়ে গেলো
শুনেই তোমার নামের হাঁক।।

www.pathagar.com

দীর্ঘ চালিশ বছর ব্যাপী
করলো য়ুনুস হেদায়াৎ,
বদলা তাহার নিজেই শেষে
হলেন মাছের উদরসাৎ।
কিন্তু যখন তোমার বিজয়
আস্‌লো নেমে ওদের ’পর
ইউনুসেরেও সবাই খোঁজে—
খুঁজে বেড়ায় দেশান্তর।
আমার মনের কাবা ঘরে
বাঁধছে বাসা ভূতের দল
তোমার বিজয় বিনা সেথায়
আর শক্তি সব বিফল।।

www.pathagar.com

পরিচয়

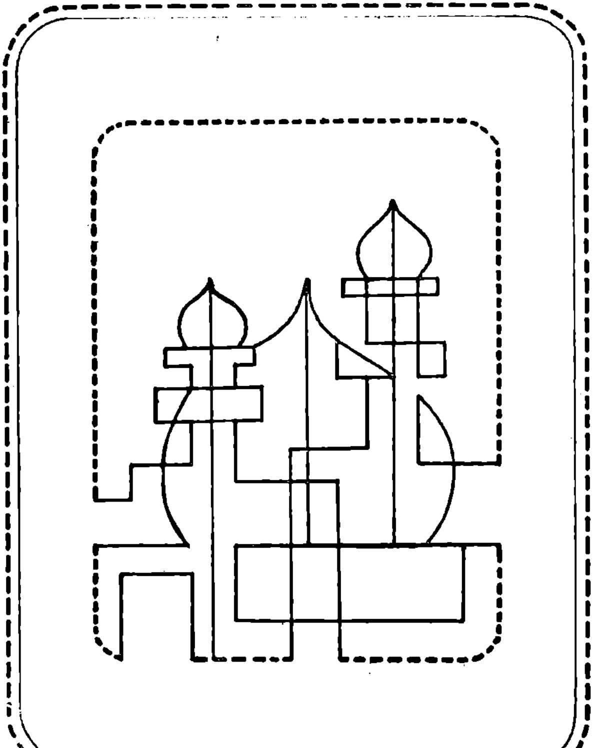

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তুচ্ছ নয় এক অগ্নিকণা
নয় তা কভু সামান্য,
করতে পারে সকল বিনাশ
আছে দলিল প্রামাণ্য।
ইন্ধন ইহার "জিকির-আল্লা"—
জোগানদাতা কলন্দর
রোষে তাহার পায় না রেহাই
অসীম প্রতাপ সেকান্দর।

www.pathagar.com

মরতে যারা তৈরী সদাই
বাঁচার মতন বাঁচতে পারে,
মরতে যারা সদাই ভীত,
যমেও তাদের পিছন তাড়ে।
মরলো যারা "প্রেমের মরা"
মরণ তাদের খাস গোলাম,
মরলো যারা "মরণ-করে"
মুছে গেছে তাদের নাম।

www.pathagar.com

প্রাণের খোরাক জিকির-আল্লা,
অমর আমি—নাই কো লয়,
তওহীদ আমার বর্ম-জেরা,
ওয়াতান আমার বিশ্বময়।
ভয় করি না আল্লাহ ছাড়া—
তাঁহার কাছেই নম্রশির,
তুষ্টিতে তাঁর জীবন আমার—
তাঁহার স্থিতির মূর্ত্তই নজির।

www.pathagar.com

আমারে চিনে না কেউ
আমি এক মস্ত মহাবারিধির ঢেউ;
বাত্যাহত রুদ্র-রোষে আমার উত্থান
গেয়ে যাই খণ্ড এক জীবনের গান।
তারপর সুমসাম আমি নিঝ্‌ঝুম,
অতল প্রশান্তি-মাঝে আমি দিই ঘুম।
সিন্ধু বুকে জন্ম মোর সিন্ধু বুকে বাঁচি
সিন্ধু আছে যতদিন আমি বেঁচে আছি।
আমি মহাসিন্ধু ওই—সিন্ধু মোর প্রাণ
সিন্ধু গাহে মহাসিন্ধু-জীবনের গান।

www.pathagar.com

মকসুদ

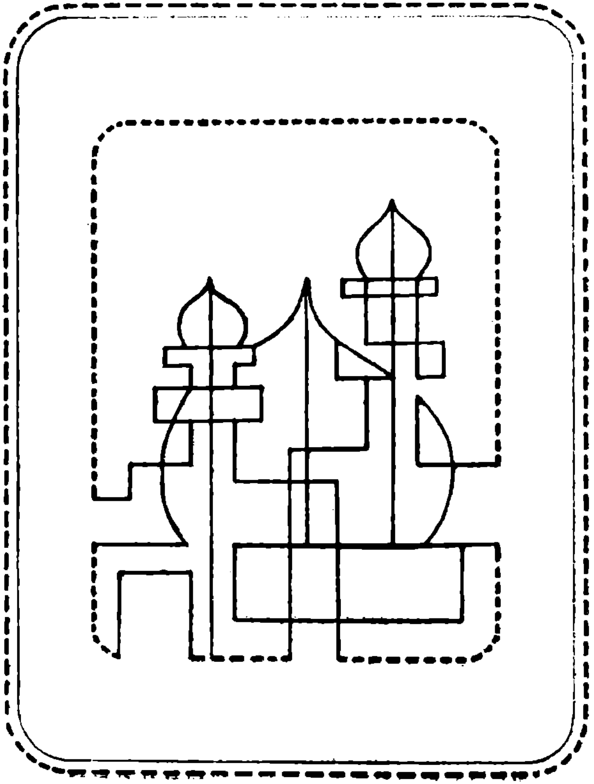

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দরিয়া হতে সলিল তুমি
রাখছে ভরি কুম্ভকে,
কাঁচা লোহা কাঁদছে দূরে
পাইতে তাহার চুম্বকে;
দরিয়া বুকে গেলেই পানি
রইবে না আর কোন দুখ্
চুম্বকেতে টান্‌লে বুকেই
কাঁচা লোহার আসল সুখ।

—শেষ—

www.pathagar.com